ষোড়শ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সপার্ষদ মহাপ্রভুর শ্রীবাস-গৃহে নিশা-কীর্তন, শ্রীবাস-শ্বশ্রূর লুক্কায়িতভাবে কীর্তন-গৃহে অবস্থান, অদ্বৈতের চৈতন্যদাস্যভাব, মহাপ্রভুর ক্রোধব্যাজে শ্রীঅদ্বৈত-মহিমা-কীর্তন, অদ্বৈতের প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা-বৈভব-দর্শনে বৈষ্ণবগণের বিস্ময়, সপার্ষদ মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নর্তন কীর্তন, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বৃত্তান্ত প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু প্রত্যেক রজনীতে ভক্তগণ-সহ শ্রীবাস-গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সঙ্কীর্তন করিতেন। একদিন ক্ষীণপুণ্যা শ্রীবাস-শাশুড়ী প্রভুর কীর্তন-বিলাস-দর্শনাশায় কীর্তন-গৃহের এক কোণে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিলে সর্ব-ভূতান্তর্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া সেদিনকার নৃত্যে আনন্দ পাইতেছেন না বলিয়া পুনঃ পুনঃ জানাইতে লাগিলেন। তাহাতে ভক্তগণ-সহ শ্রীবাস অত্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া, গৃহমধ্যে বহিরঙ্গ কেহ আছে কি না, তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিত শ্রীবাস আপন শাশুড়ীকে গৃহে লুক্কায়িতা দেখিতে পাইয়া কেশাকর্ষণপূর্বক তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া দেন। তখন মহাপ্রভু চিত্তে আনন্দ অনুভব করিয়া পুনরায় ভক্তগণ-সহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভুর কৃপা-পাত্র ব্যতীত অন্য কাহারও তদীয় লীলা দর্শনের অধিকার নাই। মহাপ্রভু যখন ঈশ্বর-ভাবে বিষ্ণুখট্টায় আরোহণ করিয়া সকলের শিরে চরণ অর্পণ এবং অদ্বৈতকে 'দাস' বলিয়া সম্বোধন করেন, তখন অদ্বৈতের বিশেষ প্রীতি জন্মে। কিন্তু অচিন্ত্যলীলাময়বিগ্রহ গৌরসুন্দর মুহূর্তমধ্যে আপন ঈশ্বরভাব সঙ্গোপন করিয়া দাস্যভাবে নানাবিধ ক্রীড়া ও বৈষ্ণবগণের পদরেণু গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে সকল বৈষ্ণবই অন্তরে বিশেষ দুঃখ অনুভব করেন। অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যের দাস্য ব্যতীত আর কিছুই ভালবাসেন না, কিন্তু মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে 'গুরু' বুদ্ধি করিয়া তাঁহার পদযুগল ধারণ করিতে যত্নবান্ হন। ইহাতে অদ্বৈতাচার্য মনে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিতেন এবং যে সময়ে ভাবাবেশ-জন্য মহাপ্রভুর মূর্চ্ছা হইত, তৎকালে তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া প্রভুর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ, নয়নাশ্রুতে পাদপ্রক্ষালন, পদরেণু শিরে ধারণ ও নানা উপচারে পূজা-অর্চনাদি-দ্বারা স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন। একদিন মহাপ্রভু নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন; তখন সুযোগ বুঝিয়া অদ্বৈত আচার্য মহাপ্রভুর পদরেণু সর্বাঙ্গে লেপন করিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু পুনরায় নৃত্য আরম্ভ করিয়া ভক্তগণের নিকট চিত্তের অসন্তোষ-প্রকাশমুখে কেহ তদীয় পদরেণু গ্রহণ করিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। অদ্বৈতাচার্যের ভয়ে বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে কিছুই না বলিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিলে অদ্বৈত আচার্য গৌরসুন্দরের নিকট করজোড়ে পদরেণু চৌর্যের কথা স্বীকারপূর্বক আপন দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

মহাপ্রভু অদ্বৈতের বাক্য শ্রবণপূর্বক বাহিরে ক্রোধভাব প্রদর্শন করিয়া অদ্বৈতের নিন্দাব্যাজে বিবিধ গুণ প্রকাশ করিতে করিতে তাঁহার পদরেণু গ্রহণ ও চরণ স্বীয়বক্ষে ধারণ করিলেন। তাহাতে অদ্বৈতপ্রভু গৌরসুন্দরের নিজ সেবক-মর্যাদা-বৃদ্ধির কথা কীর্তনমুখে তদীয় মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মহাপ্রভুও অদ্বৈতের মহিমা কীর্তন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ অদ্বৈতের প্রতি গৌরসুন্দরের অসীম কৃপার বিষয় উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইলেন। তদনন্তর মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য এবং অন্যান্য ভক্তগণ—সকলে মহানন্দে কীর্তন-নর্তন করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভু কীর্তনানন্দে পরম বিহ্বল হইলেও সর্বদা সতর্ক থাকিতেন এবং শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে প্রেমাবেশে ভূতলশায়ী হইবার উপক্রম দেখিলেই দুই বাহু প্রসারণ করিয়া মহাপ্রভুকে ধরিয়া রাখিতেন।

নবদ্বীপে 'শুক্লাম্বর' নামে একজন বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্যাদি কৃষ্ণকে অর্পণানন্তর তদবশেষ দ্বারা দেহরক্ষা করিয়া অহর্নিশ কৃষ্ণনাম-গুণ-কীর্তনে নিযুক্ত থাকায় কিছুমাত্র দারিদ্র্য-দুঃখ অনুভব করিতেন না। বহির্মুখ লোক তাঁহাকে একজন ভিক্ষুক বলিয়াই জানিত। যেহেতু, চৈতন্য-কৃপা-পাত্র ব্যতীত অন্য কেহই তদীয় সেবককে চিনিতে পারে না। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় 'ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে' শুক্লাম্বর আগমন করিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শুক্লাম্বরকে দেখিয়া মহাপ্রভু তদীয় গুণাবলী কীর্তন করিতে করিতে ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া চিবাইতে লাগিলেন। নিকৃষ্ট-কণাযুক্ত চাউল মহাপ্রভু ভক্ষণ করিতেছেন দেখিয়া শুক্লাম্বর স্বীয় সর্বনাশের আশঙ্কা জানাইলে, মহাপ্রভু যে নিত্যকাল ভক্তের দ্রব্যই পরম আগ্রহে গ্রহণ করিয়া থাকেন, অভক্তের দ্রব্য-প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না, তাহা শুক্লাম্বরকে জানাইলেন। শুক্লাম্বরের প্রতি গৌরসুন্দরের কৃপা-দর্শনে ভক্তগণ আনন্দচিত্তে কৃষ্ণকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রভু শুক্লাম্বরের বিবিধ গুণ কীর্তন করিয়া তাঁহাকে প্রেমভক্তি-বর প্রদান করিলেন। শুক্লাম্বরের বরলাভে বৈষ্ণবগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

অর্চনমার্গে মুদ্রাযোগে ভগবান্‌কে নৈবেদ্য অর্পণ করিতে হয়। শুক্লাম্বর কর্তৃক তাদৃশভাবে অর্পিত না হইলেও মহাপ্রভু বলপূর্বক শুক্লাম্বরের তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া অর্চনপথাপেক্ষা অনুরাগ-পথের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিলেন। বিষয়মদান্ধজন জন্মৈশ্বর্যাদি-মদে মত্ত হইয়া বৈষ্ণবগণকে চিনিতে পারে না। পরন্তু দরিদ্র, মূর্খ প্রভৃতি মনে করিয়া নিন্দা-উপহাসাদি করে; তজ্জন্য ভক্তবৎসল ভগবান্ ঐসকল বৈষ্ণবাপরাধীর পূজা-বিত্তাদি গ্রহণ করেন না। কৃষ্ণ যে একমাত্র অকিঞ্চনেরই প্রাণধন, তাহা সর্বশাস্ত্রসম্মত।

অতঃপর গ্রন্থকার অধ্যায়ের ফলশ্রুতি কীর্তন করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করেন। (গৌঃ ভাঃ)

সপার্ষদ গৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয় ভক্তবৃন্দ।।১।।

বহিরঙ্গ-জন-বঞ্চনার্থ প্রভুর নিশাভাগে রুদ্ধ-গৃহে কীর্তন-বিলাস—

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর-রায়।
ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন করেন সদায়।।২।।
দ্বার দিয়া নিশাভাগে করেন কীর্তন।
প্রবেশিতে নারে কোন ভিন্ন লোকজন।।৩।।

ক্ষীণপুণ্যা শ্রীবাস-শ্বশ্রূর গৌরকীর্তন-বিলাস-দর্শন-চেষ্টায় আত্মগোপন—

একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী।
ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস-শাশুড়ী।।৪।।
ঠাকুর পণ্ডিত আদি কেহ নাহি জানে।
ডোল মুড়ি' দিয়া আছে ঘরে এক কোণে।।৫।।

গৌরকৃপা ব্যতীত ভাগ্যহীনের স্বেচ্ছায় ভগবল্লীলা-দর্শন-চেষ্টার নিষ্ফলতা—

লুকাইলে কি হয়, অন্তরে ভাগ্য নাই।
অল্প ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই।।৬।।
নাচিতে নাচিতে প্রভু বলে ঘনে ঘন।
"উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণ?"৭।।

শ্রীবাসের শ্বশ্রূর কীর্তি সর্বজ্ঞ গৌরসুন্দরের হৃদয়গোচর ও আত্মগোপনপূর্বক প্রকারান্তরে উহা প্রকাশ—

সর্বভূত-অন্তর্যামী জানেন সকল।
জানিয়াও না কহেন, করে কুতূহল।।৮।।

পুনঃ পুনঃ নাচি' বলে—"সুখ নাহি পাই।
কেহ বা কি লুকাইয়া আছে কোন্ ঠাঞি?"৯।।

শ্রীবাস-গৃহে সকলের বহিরঙ্গা জনানুসন্ধান এবং নিষ্ফলতা—

সর্ব-বাড়ী বিচার করিলা জনে জনে।
শ্রীবাস চাহিল ঘর-সকল আপনে।।১০।।
"ভিন্ন কেহ নাহি" বলি' করয়ে কীর্তন।
উল্লাস না বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন।।১১।।

বহিরঙ্গা শ্রীবাস-শ্বশ্রূর প্রকাশার্থ মহাপ্রভুর পুনশ্চেষ্টা ও ভক্তগণের চিন্তা—

আরবার রহি' বলে,—"সুখ নাহি পাই।
আজি বা আমারে কৃষ্ণ-অনুগ্রহ নাই।।"১২।।
মহা-ত্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ।
"আমা-সবা বিনা আর নাহি কোন জন।।১৩।।
আমরাই কোন বা করিল অপরাধ।
অতএব প্রভু চিত্তে না পায় প্রসাদ।।"১৪।।

শ্রীবাসের পুনরনুসন্ধান এবং শ্বশ্রূকে বহিষ্কার, তাহাতে প্রভুর উদ্বেগ হ্রাস ও উল্লাস—

আরবার ঠাকুর-পণ্ডিত ঘরে গিয়া।
দেখে নিজ শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া।।১৫।।
কৃষ্ণাবেশে মহা-মত্ত ঠাকুর পণ্ডিত।
যার বাহ্য নাহি, তার কিসের গর্বিত?১৬।।
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি' করিলা বাহির।।১৭।।
কেহ নাহি জানে ইহা, আপনে সে জানে।
উল্লসিত বিশ্বম্ভর নাচে ততক্ষণে।।১৮।।
প্রভু বলে,—"এবে চিত্তে বাসি যে উল্লাস।"
হাসিয়া কীর্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস।।১৯।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

ডোল—শস্যাদি রাখিবার বৃহৎ ভাজন। মুড়ি—আবরণ, আচ্ছাদন। ডোলের পার্শ্বে আপনাকে আবৃত করিয়াছিল।।৫।।

শ্রীগৌরসুন্দরের ভাবময় নৃত্য-দর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ক্ষীণভাগ্য-জনগণ সেই নৃত্য দেখিয়াও নৃত্যের তাৎপর্য বুঝিতে অসমর্থ হয়। প্রকাশ্যভাবে দর্শনের সৌভাগ্য প্রভৃতি বিচার করিলেও অন্তর্হৃদয়ে বিরোধ পোষণ করায় অন্যমনস্কতাই সিদ্ধ হয়। মুখে ও মনে ভেদ থাকার নামই 'কপটতা'। কাপট্য-সিদ্ধি ও প্রকৃত প্রস্তাবে অনুসরণ এক নহে। জগতে দেখা যায় যে, নির্বিশেষবাদী বাহিরে লোক দেখাইয়া দরিদ্রের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ পূর্বক প্রতিষ্ঠাশা লাভের যত্ন করেন; কিন্তু অন্তরে নিজ ঐশ্বর্য পাণ্ডিত্যগৌরবে স্ফীতি প্রভৃতির আবরণ করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে 'দৈন্য' বলিয়া যে লোভনীয় পদবী আছে, তাহার সন্ধান লাভ করেন না। নির্বিশেষবাদকে প্রশ্রয় দিতে গিয়া যে সাম্য-প্রথা প্রদর্শন পূর্বক আত্মম্ভরিতা সমৃদ্ধ হয়, তাহা কখনই 'দৈনমুখে অকিঞ্চনতা' বলিয়া গণ্য হয় না।।৬।।

কৃষ্ণসেবায় মত্ত কীর্তনকারী শ্রীবাস পণ্ডিত বহির্জগতের চিন্তাস্রোত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া কোন কার্য করেন নাই। ভোগপর জনগণ যেরূপ গর্বচালিত হইয়া অপরের প্রতি অত্যাচার করেন, সেরূপ বিচার তাঁহার ছিল না।।১৬।।

সাধারণ ব্যক্তিগণ যেরূপ নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যাঘাত হইলে ক্রোধে কম্পিতকলেবর হন, শ্রীবাস সেরূপ অহঙ্কারে চালিত না হইয়া, মহাপ্রভুর উদ্বেগ হইতেছে জানিয়া ক্রোধে অধীরভাব প্রদর্শন পূর্বক স্বীয় পূজ্যা লুক্কায়িতা শ্বশ্রূমাতাকে অপরের দ্বারা কেশাকর্ষণ পূর্বক ডোলের সমীপ হইতে অন্যের অগোচরে বাহির করিয়া দিলেন।।১৭।।

বহিরঙ্গ-সঙ্গে ভাবোল্লাসের সম্ভাবনা নাই। বহির্মুখগণের বিতাড়নে কৃষ্ণসেবোন্মুখতা প্রবলভাবে সমৃদ্ধ হয় না। স্বজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ জনগণের সঙ্গপ্রভাবে মিলনে সেরূপ প্রেমচাঞ্চল্য দেখা যায় না। শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর উদ্বেগ কমিয়াছে দেখিয়া পরমানন্দচিত্তে কীর্তন আরম্ভ করিলেন। ভগবদ্ভক্তগণের মুখেও হর্ষের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল।।১৯।।

মহানন্দে হইল কীর্তন-কোলাহল।
হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণব-মণ্ডল।।২০।।
নৃত্য করে গৌরসিংহ মহা-কুতূহলী।
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।।২১।।

চৈতন্যকৃপায়ই চৈতন্য-লীলায় অধিকার—

চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে।
সেই দেখে, যারে প্রভু দেন অধিকারে।।২২।।
এইমত প্রতিদিন হরি-সংকীর্তন।
গৌরচন্দ্র করে, নাহি দেখে সর্বজন।।২৩।।

অদ্বৈতমহিমা-খ্যাপনার্থ প্রভুর লীলা—

আর একদিন প্রভু নাচিতে নাচিতে।
না পায় উল্লাস প্রভু চাহে চারিভিতে।।২৪।।
প্রভু বলে,—"আজি কেনে সুখ নাহি পাই?
কিবা অপরাধ হইয়াছে কা'র ঠাঞি?"২৫।।

অদ্বৈতাচার্যের স্বরূপগত অভিমান—

স্বভাবে চৈতন্য-ভক্ত আচার্য গোসাঞি।
চৈতন্যের দাস্য-বই আর ভাব নাই।।২৬।।
যখন খট্টায় উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ অর্পয় সর্ব-শিরের উপর।।২৭।।
যখন ঠাকুর নিজ-ঐশ্বর্য প্রকাশে'।
তখন অদ্বৈত-সুখ-সিন্ধু-মাঝে ভাসে।।২৮।।
প্রভু বলে,—"আরে নাড়া, তুই মোর দাস।"
তখন অদ্বৈত পায় অনন্ত উল্লাস।।২৯।।

ভক্তগণ-সহ গৌরসুন্দরের অচিন্ত্য-লীলা—

অচিন্ত্য গৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝন না যায়।
সেইক্ষণে ধরে সর্ব-বৈষ্ণবের পায়।।৩০।।
দশনে ধরিয়া তৃণ করয়ে ক্রন্দন।
"কৃষ্ণরে, বাপরে, তুই মোহার জীবন।।"৩১।।
এমন ক্রন্দন করে, পাষাণ বিদরে।
নিরন্তর দাস্য-ভাবে প্রভু কেলি করে।।৩২।।
খণ্ডিলে ঈশ্বর-ভাব সবাকার স্থানে।
অসর্বজ্ঞ-হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।।৩৩।।
"কিছুকি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ।
বলিহ মোহারে, যেন সেইক্ষণে মরোঁ।।৩৪।।
কৃষ্ণ মোর প্রাণধন, কৃষ্ণ মোর ধর্ম।
তোমরা মোহার ভাই-বন্ধু জন্ম জন্ম।।৩৫।।
কৃষ্ণদাস্য বহি আর নাহি অন্য গতি।
বুঝাহ, মোহার পাছে হয় আর মতি।।"৩৬।।
ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্কোচন।
হেন প্রাণ নাহি কারো, করিবে কথন।।৩৭।।
এই মত যখন আপনে আজ্ঞা করে।
তখন সে চরণ স্পর্শিতে সবে পারে।।৩৮।।
নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
চরণের রেণু লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া।।৩৯।।
ইহাতে বৈষ্ণব-সব দুঃখ পায় মনে।
অতএব সবারে করয়ে আলিঙ্গনে।।৪০।।

গৌরসুন্দরের অদ্বৈতকে 'গুরু' বুদ্ধি, তাহাতে আচার্য অদ্বৈতের দুঃখ—

'গুরু'-বুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর।
এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় বহুতর।।৪১।।

সাক্ষাতে গৌরচরণ-সেবার অধিকার না পাওয়ায় মহাপ্রভুর ভাবাবেশকালে অদ্বৈতপ্রভুর নানারূপে চৈতন্য-সেবা—

আপনেও সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়।
উলটিয়া আরো প্রভু ধরে দুই পায়।।৪২।।
যে চরণ মনে চিন্তে, সে হৈল সাক্ষাতে।
অদ্বৈতের ইচ্ছা—থাকি সদাই তাহাতে।।৪৩।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবাবেশ তিরোহিত হইলে তিনি ভক্তগণের নিকট জিজ্ঞাসা করেন,—আমি দেহ ও মনের দ্বারা কোন চাঞ্চল্য করিয়াছি কিনা? যদি করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেইক্ষণেই আমার মৃত্যু হইল না কেন? ঐশ্বর্য-প্রকাশ-কালে মহাপ্রভুর সকল ভক্তের মস্তকে পাদ-পদ্ম প্রদান এবং অদ্বৈতকে ভৃত্যবোধ প্রভৃতি লোকাতীত বিচার দেখা যাইত। আবার ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া স্বীয় দৈন্য-প্রতীতি দ্বারা ভক্তগণের নিকট আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট ঐসকল কথা প্রকাশ করিতেন।।৩৪।।

সাক্ষাতে না পারে প্রভু করিয়াছে রাগ।
তথাপিহ চুরি করে চরণ-পরাগ।।৪৪।।
ভাবাবেশে প্রভু যে সময়ে মূর্চ্ছা পায়।
তখনে অদ্বৈত চরণের পাছে যায়।।৪৫।।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণের তলে।
পাখালে চরণ দুই নয়নের জলে।।৪৬।।
কখনো বা মুছিয়া পুঁছিয়া লয় শিরে।
কখনো বা ষড়ঙ্গবিহিত পূজা করে।।৪৭।।
এহো কর্ম্ম অদ্বৈত করিতে পারে মাত্র।
প্রভু করিয়াছে যারে মহা-মহা-পাত্র।।৪৮।।

সর্ব ভক্ত অপেক্ষা অদ্বৈতাচার্যের শ্রেষ্ঠতা—

অতএব অদ্বৈত-সবার অগ্রগণ্য।
সকল বৈষ্ণব বলে,—'অদ্বৈত সে ধন্য'।।৪৯।।

অদ্বৈত-তত্ত্বানভিজ্ঞ অসদ্ব্যক্তিগণের অদ্বৈতকে মহাবিষ্ণু এবং মহাপ্রভুকে অদ্বৈতাশ্রিতা গোপী-জ্ঞান—

অদ্বৈতসিংহের এই একান্ত মহিমা।
এ রহস্য নাহি জানে যত দুষ্ট জনা।।৫০।।

প্রভুর মূর্চ্ছাকালে অদ্বৈতের গৌরপদধূলি গ্রহণ এবং অন্তর্যামী গৌরসুন্দরের সকৌতুকে প্রকারান্তরে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা—

একদিন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নাচে।
আনন্দে অদ্বৈত তান বুলে পাছে পাছে।।৫১।।
হইল প্রভুর মূর্চ্ছা–অদ্বৈত দেখিয়া।
লেপিল চরণ-ধূলা অঙ্গে লুকাইয়া।।৫২।।
অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌর-রায়।
নাচিতে নাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায়।।৫৩।।
প্রভু কহে,—"চিত্তে কেন না বাসোঁ প্রকাশ?
কার অপরাধে মোর না হয় উল্লাস?৫৪।।
কোন্ চোরে আমারে বা করিয়াছে চুরি।
সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি।।৫৫।।
কেহ বা কি লইয়াছে মোর পদধূলি।
সবে সত্য কহ, চিন্তা নাহি, আমি বলি।।"৫৬।।

ভক্তগণের মৌনভাবে এবং অদ্বৈতের নিজ গুপ্তকার্য স্বীকার—

অন্তর্যামি-বচন শুনিয়া ভক্তগণ।
ভয়ে মৌন সবে, কিছু না বলে বচন।।৫৭।।
বলিলে অদ্বৈত-ভয়, না বলিলে মরি।
বুঝিয়া অদ্বৈত বলে যোড়হস্ত করি।।৫৮।।
"শুন বাপ, চোরে যদি সাক্ষাতে না পায়।
তবে তার অগোচরে লইতে যুয়ায়।।৫৯।।
মুঞি চুরি করিয়াছোঁ মোরে ক্ষম' দোষ।
আর না করিব যদি তোর অসন্তোষ।।"৬০।।

অদ্বৈত-বাক্য শ্রবণে মহাপ্রভুর ক্রোধব্যাজে অদ্বৈত-মহিমা খ্যাপন এবং বলপূর্বক অদ্বৈত-পদধূলি গ্রহণ ও তদীয় চরণ বক্ষে ধারণ—

অদ্বৈতের বাক্যে মহা ক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতমহিমা ক্রোধে বলয়ে বিস্তর।।৬১।।

আদর্শ ভক্তচরিত্র প্রদর্শন করিতে গিয়া মহাপ্রভুর বৈষ্ণবের পদধূলিগ্রহণ প্রভৃতি কার্যে বৈষ্ণবগণের বিশেষ দুঃখ হইত। মহাপ্রভু তাঁহাদের দুঃখ-অপনোদন জন্য চরণ-ধূলি গ্রহণের পরিবর্তে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেন এবং অদ্বৈত প্রভুকে গুরুবুদ্ধি করায় তিনি দুঃখ বোধ করিতেন।।৪০।।

মহাপ্রভু অদ্বৈত-প্রভুকে সম্মান করিতেন। সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু প্রকাশ্যভাবে শ্রীমহাপ্রবুর চরণ-স্পর্শের সুযোগ না পাইয়া অপ্রকাশ্যে প্রভুর ভাবাবেশের সময় চরণস্পর্শের সুবিধা করিয়া লইতেন এবং মহাপ্রভুর মুর্চ্ছাকালে তাঁহার পাদপদ্মে পড়িয়া বহু আর্তিসহকারে নয়নাশ্রু বিসর্জন করিতেন।।৪৫।।

ষড়ঙ্গ----মধ্য ৬।৩৩ গৌড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।।৪৭।।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর প্রীতির সহিত শ্রীগৌরচরণ-সেবা দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে নিরহঙ্কার, জিতেন্দ্রিয় পুরুষরাজ জ্ঞান করিতেন। জগতে সকল-ভক্ত অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা প্রখ্যাপনের জন্য তাঁহাকে দ্বিতীয়-রহিত 'অদ্বৈত' বলিয়া স্থাপন করিতেন।।৪৮।।

'' সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার।
তথাপিহ চিত্তে নাহি বাস প্রতিকার।।৬২।।
সংহারের অবশেষ সবে আছি আমি।
আমা সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি।।৬৩।।
তপস্বী, সন্ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানি-খতি যার।
কাহারে না কর তুমি শূলেতে সংহার?৬৪।।
কৃতার্থ হইতে যে আইসে তোমা-স্থানে।
তাহারে সংহার কর ধরিয়া চরণে।।৬৫।।
মথুরানিবাসী এক পরম বৈষ্ণব।
তোমার দেখিতে আইল চরণবৈভব।।৬৬।।
তোমা দেখি' কোথা সে পাইবে বিষ্ণু-ভক্তি।
আরও সংহারিলে তার চিরন্তন-শক্তি।।৬৭।।
লইয়া চরণধূলি তারে কৈলা ক্ষয়।
সংহার করিতে তুমি পরম নির্দয়।।৬৮।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তিযোগ।
সকল তোমারে কৃষ্ণ দিল উপযোগ।।৬৯।।
তথাপিহ তুমি চুরি কর ক্ষুদ্র-স্থানে।
ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস মনে।।৭০।।
মহা ডাকাইত তুমি, চোরে মহা-চোর।
তুমি সে করিলা চুরি প্রেমসুখ মোর।।''৭১।।
এই মত ছলে কহে সুসত্য বচন।
শুনিয়া আনন্দে ভাসে ভাগবতগণ।।৭২।।
'' তুমি সে করিলা চুরি, আমি কি না পারি।
হের, দেখ, চোরের উপরে করোঁ চুরি।।''৭৩।।
এত বলি অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া।
লোটয়ে চরণ-ধূলি হাসিয়া হাসিয়া।।৭৪।।
মহাবলী গৌরসিংহে অদ্বৈত না পারে।
অদ্বৈতচরণ প্রভু ঘসে নিজ শিরে।।৭৫।।
চরণে ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বলে।
''হের, দেখ, চোর বান্ধিলাম নিজ কোলে।।৭৬।।
করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার।
বারেকে গৃহস্থ সব করয়ে উদ্ধার।।''৭৭।।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু----বৈষ্ণবগণের সর্বপ্রধান। তাঁহার অলৌকিক-মহিমা বিষয়-মদ-মত্ত অসদ্ব্যক্তিগণ না জানিয়া অনেক সময় তাঁহার সম্বন্ধে দৌরাত্ম্যের কথা প্রচার করিতেন। এখনও কোন কোন স্থলে তাঁহার বংশধর ও অনুগগণের মধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে 'মহাবিষ্ণু' বলিয়া জানিতে গিয়া গৌরসুন্দরকে তদাশ্রিতা পরমপ্রেষ্ঠা গোপী মাত্র বলিয়া প্রচার করে। শ্রীচৈতন্যের নিত্যদাস্য যাঁহাতে প্রবল, তাঁহাকে 'শ্রীচৈতন্য-সেব্য' বলিয়া প্রতিষ্ঠাপন করা দুষ্টবুদ্ধির পরিচায়ক। অদ্বৈত বংশে ও অদ্বৈতবংশানুচরগণের মধ্যে কেহ কেহ দুষ্ট মত গ্রহণ করিয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে কেলাদ্বৈতবাদী সাজাইতে ইচ্ছা করেন।।৫০।।

যদি প্রকাশ্যভাবে পরদ্রব্যাপহরণ-কার্যের সুবিধা না হয়, তাহা হইলে গোপনে তদ্বস্তু-সংগ্রহে চোরের যোগ্যতা আছে। তবে তদ্বারা কাহারও ক্ষতি হইলে যে অপরাধ হয়, তাহা পুনরায় অনুষ্ঠিত হইবে না জানিলে, তাহার সন্তোষের কারণ হয়।।৫৯।।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু মহাবিষ্ণু হওয়ায় রুদ্ররূপে জগৎ সংহার করেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,----আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার সামান্য ভক্তিবল সংহার করা তোমার পক্ষে অধিক কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। তুমি মহাবলী বৈষ্ণব, আমাদের ন্যায় স্বল্পভজন-বল ব্যক্তির ভজন-সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া তোমার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত কার্য। মথুরানিবাসী কোন ভক্ত তোমার নিকট ভক্তি-প্রার্থনায় উপনীত হইলে তাহার ভক্তিবল নাশ করিবার জন্য তুমি তাহার ভক্তি বলপূর্বক অপহরণ করিয়াছিলে। এইরূপে স্তুতির ছলনায় পরুষবাক্যে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈত-মহিমা সুষ্ঠুভাবে প্রচার করিলেন।।৬১-৬৫।।

মথুরানিবাসী বৈষ্ণব-স্বয়ং গৌরসুন্দর। ভক্তরূপে অবতীর্ণ গৌরসুন্দরের নিজকে ''বৈষ্ণব'' বলিয়া খ্যাপন এবং নন্দনন্দনের সহিত অভেদত্ব-হেতু 'মথুরানিবাসী' বলিয়া অভিমান।।৬৬।।

উপযোগ----আনুকূল্য, উপযোগিতা।।৬৯।।

চোর অনেকবার চুরি করিয়া অল্প অল্প দ্রব্য সংগ্রহ করে। গৃহস্থ চোরের অনেকবার চুরির প্রতিশোধ একেবারে লইতে গিয়া তাহার গৃহের সকল বস্তু উদ্ধার করিয়া ফেলে। শ্রীচৈতন্য----মহাবলী, অদ্বৈত তাঁহার তুলনায় ক্ষীণশক্তি, সুতরাং মহাপ্রভু বলপূর্বক প্রকাশ্যেই অদ্বৈতের চরণ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন।।৭৫-৭৭।।

অদ্বৈতের ঐকান্তিক গৌরদাস্য জ্ঞাপন—

অদ্বৈত বলয়ে,—"সত্য কহিলা আপনি।
তুমি সে গৃহস্থ, আমি কিছুই না জানি।।৭৮।।
প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ—সকল তোমার।
কে রাখিবে প্রভু, তুমি করিলে সংহার? ৭৯।।
হরিষের দাতা তুমি, তুমি দেহ' তাপ।
তুমি শাস্তি করিলে রাখিবে কার বাপ? ৮০।।
নারদাদি যায় প্রভু দ্বারকা-নগরে।
তোমার চরণ-ধন-প্রাণ দেখিবারে।।৮১।।
তুমি তা-সবার লও চরণের ধূলি।
সে সব কি করে প্রভু, সেই আমি বলি।।৮২।।
আপনার সেবক আপনে যবে খাও।
কি করিব সেবকে, আপনে ভাবি' চাও।।৮৩।।
কি দায় চরণ ধূলি, সে রহুক পাছে।
কাটিতে তোমার আজ্ঞা কোন্ জন আছে।।৮৪।।
তবে যে এমত কর, নহে ঠাকুরালি।
আমার সংহার হয়, তুমি কুতূহলী।।৮৫।।
তোমার সে দেহ, তুমি রাখ বা সংহার'।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু, তাই তুমি কর।।"৮৬।।

বিশ্বম্ভরের অদ্বৈত-মহিমা কীর্তন—

বিশ্বম্ভর বলে,—"তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
এতেকে তোমার চরণের সেবা করি।।৮৭।।
তোমার চরণধূলি সর্বাঙ্গে লেপিলে।
ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেম-রস-জলে।।৮৮।।
বিনা তুমি দিলে ভক্তি, কেহ নাহি পায়।
'তোমার সে আমি', হেন জান সর্বথায়।।৮৯।।
তুমি আমা' যথা বেচ', তথাই বিকাই।
এই সত্য কহিলাম তোমার সে ঠাঞি।।"৯০।।

অদ্বৈতের প্রতি গৌরসুন্দরের অনুগ্রহ-পরাকাষ্ঠা দর্শনে ভক্তগণের বিস্ময় সহকারে বিবিধ উক্তি—

অদ্বৈতের প্রতি দেখি' কৃপার বৈভব।
অপূর্ব চিন্তয়ে মনে সকল-বৈষ্ণব।।৯১।।
"সত্য সেবিলেন প্রভু এ মহাপুরুষে।
কোটি মোক্ষতুল্য নহে এ কৃপার লেশে।।৯২।।
কদাচিৎ এ প্রসাদ শঙ্করে সে পায়।
যাহা করে অদ্বৈতেরে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।।৯৩।।
আমরাও ভাগ্যবন্ত হেন ভক্তসঙ্গে।
এ ভক্তের পদধূলি লই সর্ব অঙ্গে।।"৯৪।।

পাপমতিজনের অদ্বৈতকে গৌরসুন্দরের 'সেবক' না জানিয়া 'সেব্য' জ্ঞান এবং তৎপরিণাম—

হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপি-সব দুঃখ পায় নিজ কর্মদোষে।।৯৫।।
সেকালে যে হৈল কথা, সেই সত্য হয়।
না মানে বৈষ্ণব-বাক্য, সেই যায় ক্ষয়।।৯৬।।

অদ্বৈত বলিলেন,—গৃহস্থের বাড়ীতে চোরে চুরি করে, কিন্তু তুমি ত গৃহস্থ নও; সকল দ্রব্য তোমারই; তুমিই সকল-দ্রব্যের সংহার কর্তা, এবং তুমিই সকলের আনন্দের বিধাতা। নারদাদি মুনিগণ তোমার চরণ দর্শনে গমন করিলে তুমি তাহাদের পদধূলি লইয়া থাক। তোমার আজ্ঞা কেহ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে। এরূপ সর্বশক্তিমান্ তুমি আমাকে সেবাধিকার না দিয়া আমাকে সেবা করিবার যে ছলনা করিয়াছ, ইহা তোমার বৈভব-মহিমা নহে। তুমি ইহাতে আনন্দ পাইতে পর, কিন্তু এতদ্দ্বারা আমার সর্বনাশ করা হয়।।৭৮-৮৫।।

শ্রীমহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে বলিলেন, তুমি আমাকে তোমার সম্পত্তি বলিয়া জানিবে। তুমি বিক্রয়-কর্তা হইয়া আমাকে যেখানে বিক্রয় করিবে, আমি সেইস্থানেই বিক্রেয় পণ্যের ন্যায় বিক্রীত হইব। তুমি সেবা-ভাণ্ডারের একমাত্র অধিকারী। সর্বতোভাবে তোমার সেবাবৃত্তি অনুসরণ করিলে জীবের কৃষ্ণপ্রেম-রসামৃতে অবগাহন সম্ভবপর হয়। তুমি কাহাকেও সেবায় বঞ্চিত করিলে তাহার কোনদিনই সেবাধিকার হয় না। এই পরম সত্যই তোমার নিকট আমি বলিতেছি।।৯০।।

কৃপার বৈভব—অনুগ্রহের পরাকাষ্ঠা, ঔদার্যের পূর্ণব্যাপকতা।।৯১।।

মুক্তির আদর্শ কোটিগুণিত হইলেও এরূপ ঔদার্যের কণামাত্র হয় না।।৯২।।

মহাপ্রভুর হরিধ্বনি, ভক্তগণের কৃষ্ণকীর্তন এবং গৌর-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদির নৃত্য—

'হরিবোল' বলি' উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চতুর্দিকে বেড়ি' সব গায় অনুচর।।৯৭
অদ্বৈত আচার্য্য মহা-আনন্দে বিহ্বল।
মহা-মত্ত হই' নাচে পাসরি' সকল।।৯৮।।
তর্জে গর্জে আচার্য দাড়িতে দিয়া হাত।
ভ্রূকুটি করিয়া নাচে শান্তিপুরনাথ।।৯৯।।
"জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতূহলী।।১০০।।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম বিহ্বল।
তথাপি চৈতন্য-নৃত্যে পরম কুশল।।১০১।।
সাবধানে চতুর্দিকে দুই হস্ত তুলি'।
পড়িতে চৈতন্য, ধরি' রহে মহাবলী।।১০২।।
অশেষ আবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
তাহা বর্ণিবার শক্তি কে ধরে জিহ্বায়?১০৩।।
সরস্বতী সহিত আপনে বলরাম।
সেই সে ঠাকুর গায় পূরি' মনস্কাম।।১০৪।।
ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা হয়, ক্ষণে মহাকম্প।
ক্ষণে তৃণ লয় করে, ক্ষণে মহা-দম্ভ।।১০৫।।
ক্ষণে হাস, ক্ষণে শ্বাস, ক্ষণে বা বিরস।
এইমত প্রভুর আবেশ-পরকাশ।।১০৬।।
বীরাসন করিয়া ঠাকুর ক্ষণে বৈসে।
মহা-অট্ট-অট্ট করি' মাঝে মাঝে হাসে।।১০৭।।
ভাগ্য-অনুরূপ কৃপা করয়ে সবারে।
ডুবিলা বৈষ্ণব-সব আনন্দ-সাগরে।।১০৮।।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর আখ্যান—

সম্মুখে দেখয়ে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
অনুগ্রহ করে তারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।১০৯।।
সেই শুক্লাম্বরের শুনহ কিছু কথা।
নবদ্বীপে বসতি, প্রভুর জন্ম যথা।।১১০।।

শ্রীঅদ্বৈতচার্য----গৌরসুন্দরের পরমভক্ত। যে সকল পাপমতিজন অদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীচৈতন্যের ঐকান্তিক ভক্ত না বলিয়া চৈতন্যদেবকে শ্রীঅদ্বৈতের সেবক জ্ঞান করে, সেইসকল ভাগ্যহীন দুষ্ট ব্যক্তি নিজকর্ম বিপাকে অশেষ দুঃখে নিমগ্ন হয়; কিন্তু মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্ত সকলেই পরমানন্দ চিত্তে অদ্বৈত-প্রভুকে মহাপ্রভুর সেবক বলিয়াই আনন্দিত হন। প্রভুর প্রকট-বিহার-কালের এই সকল পরম সত্য ঘটনা যাহারা বিশ্বাস করে না এবং কল্পনা-প্রভাবে অদ্বৈতকে 'চৈতন্যের সেব্যতত্ত্ব' বলিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ করে, সেইসকল পাপী ব্যক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর কতিপয় সন্তান এবং তাহার নিম্নাধস্তনবর্গ অদ্বৈতপ্রভুকে চৈতন্যদেবের একান্ত ভৃত্য জ্ঞান না করিয়া 'কেবলাদ্বৈতবাদী' জানিয়া আত্মশ্লাঘা করে, তাহাতে তাহাদের সর্বনাশ ঘটে।।৯৫।।

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু শাস্ত্রাচারসম্পন্ন গুম্ফ-শ্মশ্রু-কেশাদি-মুণ্ডিত ছিলেন। দাড়ী বা চিবুকে যে উন্নত কেশ (শ্মশ্রু) দেখা যায়; উহাকে সাধারণ ভাষায় 'দাড়ী' বলে। তজ্জন্য কেহ কেহ অনভিজ্ঞতাবশে অজ্ঞ বাউলিয়ার বেষ শ্মশ্রুকেশাদির নিয়োগ করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মুণ্ডিত- কেশ ছিলেন। তাঁহাকে 'নাড়া' শব্দে অভিহিত করায় মুণ্ডিত-কেশেরই নির্দেশ বুঝা যায়।।৯৯।।

প্রভু নিত্যানন্দ সর্বদা ভাবাবেশে অবস্থান করায় প্রাপঞ্চিক বিচারে পরম বিহ্বল বা উদ্‌ভ্রান্ত বলিয়া নির্দিষ্ট হন; কিন্তু তিনি ভগবৎসেবনোদ্দেশে নৃত্য-কালেও পূর্ণভাবে স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। যেকালে শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে পতনোন্মুখ কিম্বা ধরাশায়ী হইতেন; তৎকালে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে ভূমিতে পতিত হইতে দিতেন না।।১০১-১০২।।

কৃষ্ণকীর্তনকালে প্রেমোন্মত্ত হইয়া স্বাভীষ্ট-কীর্তন-মুখে যে জিহ্বায় উচ্চারিত শব্দ-সমূহ, তাহা বলদেবের সহিত সরস্বতী-সংযোগক্রমে উদিত হয়। বলদেব স্বয়ং বাণী-জিহ্বায় নিজ প্রভুর যথেচ্ছা গুণ গান করিয়া থাকেন।।১০৪।।

মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলা ভগবদ্‌ভক্তের যোগ্যতানুসারে পরিলক্ষিত হয়। ভগবানে বিরক্ত নির্বিশেষবাদী কৃপালাভে সম্পূর্ণ অযোগ্য। সৎকর্মনিপুণ কর্মকাণ্ডরত-জন মায়িক দয়া লাভ করিয়া নশ্বর ভোগে অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, মনে করেন। ভগবদ্ভক্ত ভগবৎসেবায় যে পরিমাণ স্বীয় চেষ্টা প্রদর্শন করেন, ভগবান্ তাঁহার নিকট সেই পরিমাণেই তাঁহার প্রেমবাধ্য হন।

পরম স্বধর্মরত, পরম সুশান্ত।
চিনিতে না পারে কেহ পরম মহান্ত।।১১১।।
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লই' কান্ধে।
ভিক্ষা করি' অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে।।১১২।।
'ভিখারী' করিয়া জ্ঞান, লোকে নাহি চিনে।
দরিদ্রের অবধি—করয়ে ভিক্ষাটনে।।১১৩।।
ভিক্ষা করি' দিবসে যে কিছু বিপ্র পায়।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি' তবে শেষ খায়।।১১৪।।
কৃষ্ণানন্দ-প্রসাদে দারিদ্র্য নাহি জানে।
বলিয়া বেড়ায় 'কৃষ্ণ' সকল ভবনে।।১১৫।।
চৈতন্যের কৃপাপাত্র কে চিনিতে পারে?
যখন চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে।।১১৬।।
পূর্বে যেন আছিল দরিদ্র দামোদর।
সেই মত শুক্লাম্বর বিষ্ণুভক্তিধর।।১১৭।।
সেই মত কৃপাও করিলা বিশ্বম্ভর।
যে রহে চৈতন্যনৃত্যে বাড়ীর ভিতর।।১১৮।।

শুক্লাম্বরের ভিক্ষাঝুলি-স্কন্ধে প্রবেশ ও নৃত্য; তদ্দর্শনে মহাপ্রভুর হাস্য এবং তদীয় গুণ-বর্ণন—

ঝুলি কান্ধে লই' বিপ্র নাচে মহারঙ্গে।
দেখি' হাসে প্রভু সব—বৈষ্ণবের সঙ্গে।।১১৯।।
বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে।।১২০।।
শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়।
'আইস, আইস' করি' প্রভু বলয়ে সদয়।।১২১।।
"দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু-ধর্ম।।১২২।।
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি' খাই।।১২৩।।

কর্মীর স্বার্থপর নশ্বর আনন্দভোগ, জ্ঞানীর নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি 'কৃপা'-শব্দবাচ্য নহে, ভগবদ্ভক্তই সুকৃতি-বশে যথেচ্ছাচার, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অমঙ্গল হইতে মুক্ত হন।।১০৮।।

মূঢ় ব্যক্তিগণ আপাতদর্শনে বঞ্চিত হইয়া শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীকে সাধারণ ইন্দ্রিয়তর্পণাকাঙ্ক্ষ ভিক্ষু বলিয়াই জানে। দরিদ্রতা বা অভাবের পূর্ণাদর্শ ভিক্ষুকের বেশে কৃষ্ণভক্তের চেষ্টা ত্রিবিধাহঙ্কার-মত্ত জনগণ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। মায়াবিমূঢ় অহঙ্কারগর্বিত জনগণ ভগবদ্ভক্তকে অভাবগ্রস্ত কর্মফলাধীন জ্ঞান করে, কিন্তু সুজন বৈষ্ণবের দরিদ্রতা, অভাব বা প্রাপঞ্চিক বস্তুতে অকিঞ্চনাধিকার বুঝিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। তাঁহারা জীবের অজ্ঞাতসুকৃতির জন্য মহৎ হইয়াও দীনচেতা গৃহীর নিবাসে গমন করিয়া থাকেন। "মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজকার্য নাহি, তবু যান পর-ঘর।।" উহাতে দাতার অজ্ঞাত-সুকৃতি জন্ম লাভ করে। এই আত্মবৃত্তি যাঁহারা বুঝিতে পারেন, তাঁহারাই ভক্তিমঠে ভিক্ষুকের বেষ ধারণ করিয়া হরিভজন করেন ও মূঢ় জড়াসক্তজনগণের সুকৃতির উদয় করান। ভক্তিমঠের ভিক্ষুকগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়া ভোগপর ব্রাহ্মণাচারে অবস্থানপূর্বক আত্মবঞ্চনা করেন না, পরন্তু ভৈক্ষ্যদ্রব্য-সমূহ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করেন। কর্মফলভোগী কৃষ্ণবিমুখ-ব্রাহ্মণতায় যেরূপ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যবস্থা, সেইরূপ ব্রাহ্মণব্রুবতা বৈষ্ণবের না থাকায় তাঁহারা কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাসম্পন্ন হইয়া নির্বোধ সংসারকে আত্মস্বভাব ও নিজের উন্নত পদবীর কথা জানিতে দেন না।।১১৩।।

দামোদর----'শ্রীদাম' বা 'শ্রীদামা' (সুদামা) নামক ব্রাহ্মণ, ইনি শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী সখা ছিলেন।। (ভাঃ১০।৮০ অঃ আলোচ্য)।।১১৭।।

শ্রীমহাপ্রভু শুক্লাম্বরকে বলিলেন,----তুমি জন্মে জন্মে আমার দরিদ্র ভক্ত। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহপতি হইবার বাসনা তোমার নাই। ব্রহ্মচারী-রূপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তুমি আমাকে তোমার ভৈক্ষ্যদ্রব্যসমূহ অর্পণ কর। তুমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। গৃহস্থের ও বানপ্রস্থের যে প্রাকৃত-শাব্দিক-অহঙ্কার, তাহা হইতেও তুমি নির্মুক্ত। তুমি পারমহংস্য ধর্মে অবস্থিত হইয়া অকিঞ্চন তুর্যাশ্রমের বর্ণ গ্রহণ করিয়াছ। সুতরাং তুমি পূর্ণ শরণাগত ত্রিদণ্ডিভিক্ষু। তোমার যাবতীয় কায়মনোবাক্য বা চেষ্টা আমাকে সম্পূর্ণভাবে দিতে সমর্থ হইয়াছ। আমি তোমার নৈবেদ্য সর্বক্ষণ প্রার্থনা করি। তোমার আমাকে সমর্পণ করা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে ভোগপর অভিনিবেশ নাই। সুতরাং আমি বলপ্রকাশ করিয়াই তোমার সর্বস্ব হরণ করিয়াছি, তজ্জন্যই তুমি গরীব।।১২২-১২৩।।

দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি' খাইলুঁ তোর।
পাসরিলা ? কমলা ধরিল হস্ত মোর।।"১২৪।।

প্রভু-কর্তৃক শুক্লাম্বরের ঝুলিস্থ চাউল ভক্ষণ ও তাহাতে শুক্লাম্বরের দুঃখ—

এত বলি' হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতর।
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভর।।১২৫।।
শুক্লাম্বর বলে,—"প্রভু কৈলা সর্ব্বনাশ।
এ তণ্ডুলে খুদ-কণ বহুত প্রকাশ।।"১২৬।।

প্রভু-কর্তৃক ভক্তের নিকৃষ্ট দ্রব্যও স্বেচ্ছায় ভক্ষণ এবং অভক্তের অমৃতেও উপেক্ষা—

প্রভু বলে,—"তোর খুদকণ মুঞি খাঙ।
অভক্তের অমৃত উলটি' নাহি চাঙ।।" ১২৭।।

প্রভুর অচিন্ত্য চরিত্রে ভক্তগণের হর্ষাশ্রু এবং কৃষ্ণকীর্তন—

স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন।
চিবায় তণ্ডুল, কে করিবে নিবারণ।।১২৮।।
প্রভুর কারুণ্য দেখি' সর্বভক্তগণ।
শিরে হাত দিয়া সবে করেন ক্রন্দন।।১২৯।।
না জানি, কে কোন্ দিগে পড়য়ে কান্দিয়া।
সবেই বিহ্বল কৈলা কারুণ্য দেখিয়া।।১৩০।।
উঠিল পরমানন্দ—কৃষ্ণের কীর্তন।
শিশু বৃদ্ধ আদি করি' কান্দে সর্বজন।।১৩১।।
দন্তে তৃণ করে কেহ, কেহ নমস্করে।
কেহ বলে,—"প্রভু কভু না ছাড়িবা মোরে।।"১৩২।।
গড়াগড়ি যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর।
তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।।১৩৩।।

ঐকান্তিক ভক্তের কার্যাবলী কৃষ্ণেচ্ছাজনিত—

প্রভু বলে,—"শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
তোমার হৃদয়ে আমি সর্বদা বিহরি।।১৩৪।।
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্যটন।।১৩৫।।
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেমসেবক আমার।।১৩৬।।

প্রভুর শুক্লাম্বরকে প্রেমভক্তি বরদান, তাহাতে ভক্তগণের জয়ধ্বনি—

তোমারে দিলাম আমি প্রেমভক্তি দান।
নিশ্চয় জানিহ 'প্রেম-ভক্তি মোর প্রাণ'।।"১৩৭।।
শুক্লাম্বরে বর শুনি' বৈষ্ণব-মণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিল সকল।।১৩৮।।

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতির সেবকের ভিক্ষা-তাৎপর্য সাধারণের অগম্য—

কমলানাথের ভৃত্য ঘরে ঘরে মাগে।
এ রসের মর্ম জানে কোন্ মহাভাগে?১৩৯।।

ঐকান্তিক ভক্ত শুক্লাম্বরের মাধুকরী বলপূর্বক গ্রহণ-দ্বারা গৌরসুন্দরের স্বয়ং ভিক্ষুধর্মের আবাহন—

দশ ঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়।
লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি' খায়।।১৪০।।

বৈদিক নৈবেদ্য-দানবিধি অতিক্রমপূর্বক মহাপ্রভুর শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-গ্রহণের তাৎপর্য–অর্চন-পথাপেক্ষা অনুরাগপথের মহিমা প্রদর্শন ও কৃষ্ণভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠত্ব-স্থাপন—

মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যত বিধি।
বেদরূপে আপনে বলেন গুণনিধি।।১৪১।।
বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে।।১৪২।।
শুক্লাম্বর-তণ্ডুল তাহার পরমাণ।
অতএব সকল-বিধির ভক্তি প্রাণ।।১৪৩।।

তথ্য। ভাঃ ১০।৮১।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।১২৪।।

তথ্য। "অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্ণা ভূর্যেব মে ভবেৎ। ভূর্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে।।" (—ভাঃ ১০।৮১।৩) ।।১২৭।।

শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত ত্রিদণ্ডি-বৈষ্ণবভিক্ষু-সম্প্রদায় মাধুকরীর উদ্দেশ্যে যে পর্যটন করেন, সেই ভ্রমণমুখে নামপ্রেম-প্রচারের কার্য ভগবান্ই ভক্ত-দ্বারা করাইয়া থাকেন।।১৩৫।।

যাবতীয় বৈদিক-বিধি-নিষেধ, সকলই ভক্তির অনুগত, ইহাতে অবিশ্বাসীর কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যহেতু দুর্গতি-লাভ—

যত বিধি-নিষেধ—সকলি ভক্তিদাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ।।১৪৪।।

বেদব্যাসোক্ত ভক্তির বৈশিষ্ট্য মহাপ্রভু ও তদনুগ জনগণের চরিত্রে পরিস্ফুট—

ভক্তি—বিধি-মূল, কহিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ।।১৪৫।।

অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি শ্রীগৌরসুন্দরের ঐকান্তিক ভক্ত শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী নানাস্থান হইতে মাধুকরী সংগ্রহপূর্বক যে ভৈক্ষ্যদ্রব্য দ্বারা নিজেচ্ছায় হরিসেবা করিতেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার সুযোগ না দিয়া, স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই ভৈক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণরূপ ভিক্ষুধর্মের আবাহন করিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত জনগণ জানলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগণের একমাত্র সেব্য। ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগণ নিজের উদর-পূর্তি বা ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশে কোন মাধুকরী সংগ্রহ করেন না; পরন্তু তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবাই করিয়া থাকেন। ব্রহ্মসন্ন্যাসিগণ বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া ভিক্ষা মাত্র অবলম্বন পূর্বক যাবন্নির্বাহ-প্রতিগ্রহ বিচারমাত্র করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণ মাধুকরী লব্ধ ভৈক্ষ্য দ্বারা ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। ত্যাগী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর রূপ-রসাদি যাবতীয় বিষয় গ্রহণ----নিজেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা নহে, পরন্তু তাঁহারা তদ্দ্বারা কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের সেবা-তাৎপর্য ব্যতীত অন্য কোন কুযোগী বৈভবে আবদ্ধ থাকেন না। শ্রীচৈতন্যমঠে দীক্ষিত বা দিব্যজ্ঞানলব্ধ জনগণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে বাস করিয়া শুক্লাম্বরের ব্রহ্মচর্যের অনুসরণ মাত্র করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব মঠবাসিগণের যাবতীয় ভৈক্ষ্যদ্রব্য কাড়িয়া খান বলিয়াই তাঁহারা গৌরহরির অপহরণ-কার্যের সহায়তা করিতে সমর্থ হন। সর্বস্ব শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত করাই ভক্তিমঠবাসিগণের একান্ত কর্তব্য। ঐ বৃত্তিই 'প্রেম'-শব্দবাচ্য। প্রেমার অনুসরণ করিতে হইলে মঠবাসীর পবিত্র চরিত্র দর্শন করাই সুকৃতিমন্ত জীবগণের একমাত্র বিধেয়। চারি আশ্রমে থাকিয়া, চারিবর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পঞ্চম আশ্রম বা পঞ্চম বর্ণের অনুপযোগিতা দর্শনে কৃতকার্য লইয়া যে সমদর্শন, তাহা ভক্তিমঠবাসিগণের চিন্ময় চরিত্রে প্রতিভাত হয়। সুতরাং ভক্তিমঠবাসী পরম সুচতুর রসজ্ঞ মহাভাগ-সকলই এই সকল কথা বুঝিতে পারিয়া জগতের সকল কার্য পরিত্যাগ পূর্বক প্রতিগৃহে নাম-প্রেম-প্রচার-কার্যদ্বারা ভাগ্যবন্ত গৃহস্থগণের সেবা করিতে সর্বদা উদ্গ্রীব।।১৪০।।

নৈবেদ্য-দানবিধি----"অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্র দ্বারা জপ্ত জলযোগে নৈবেদ্য প্রোক্ষণপূর্বক চক্রমুদ্রা ভ্রমণদ্বারা রক্ষণ করিবে। পরে বায়ুবীজ ('যং') দশধা জলে জপ করতঃ সেই জল নৈবেদ্যে সেচন করিতে হইবে। উহাদ্বারা নৈবেদ্যদ্রব্যের শুষ্কত্ব-দোষের বিশুদ্ধি করিয়া দক্ষিণ করে বহ্নিবীজ (রং) ভাবনা করিবে এবং দক্ষিণ হস্ততলের পৃষ্ঠভাগে বামকর লগ্ন করতঃ প্রদর্শন করিবে। তদুত্থ বহ্নিদ্বারা নৈবেদ্য-দ্রব্যের শুষ্কত্ব-দোষ মনে মনে দহন করিতে হইবে। তৎপরে বামকরে অমৃতবীজ (ঠং) চিন্তা করিবে। অনন্তর দক্ষিণ হস্তের তলদেশ বামকরের পৃষ্ঠভাগে লগ্ন করিয়া দেখাইবে এবং উক্ত মুদ্রা হইতে জাত সুধাধারা দ্বারা সেই নৈবেদ্য-দ্রব্য সেচন করিবে। পরে মূলমন্ত্রযোগে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা ঐ নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করত তৎসমস্ত সুধাময় চিন্তা করিবে। তদনন্তর উহা দক্ষিণ-করদ্বারা স্পর্শপূর্বক অষ্টধা মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে ধেনুমুদ্রাযোগে উক্ত নৈবেদ্যকে পরিপূর্ণ জ্ঞান করত গন্ধ-জলাদি দ্বারা উহার এবং শ্রীহরির অর্চনা করিবে। অনন্তর কুসুমাঞ্জলি লইয়া শ্রীহরি এই বলিয়া অর্চন করিবে----'হে ভগবন্! নৈবেদ্য গ্রহণার্থ তদীয় শ্রীবদনপদ্ম হইতে তেজ বহির্গত হউক।' এই প্রকারে পূজা করিয়া,যেন প্রভুর বদন হইতে তেজ বিনির্গত হইয়া নৈবেদ্যে মিলিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। তৎপরে বামকরে নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ করে গন্ধপুষ্প-সহ জল লইবে এবং স্বাহান্ত মূলমন্ত্র পাঠ করত "শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি" বলিয়া গন্ধপুষ্পাদি-সহ দক্ষিণ-করস্থ তজ্জল ভূতলে পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে তুলসীদল সহ নৈবেদ্য প্রদানের মন্ত্র দ্বারা প্রভুকে নিবেদন করিয়া দিবে। নিবেদনের মন্ত্র যথা,----"নিবেদয়ামি ভবেতে জুষাণেদং হবির্হরে।" পরে "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" মন্ত্র পাঠ করত বাম কর দ্বারা যথা বিধানে প্রভুকে বারিগণ্ডুষ প্রদান করিবে এবং বিকসিত-কমলসদৃশ গ্রাসমুদ্রা দেখাইবে। ফলতঃ প্রথমে প্রণববিশিষ্ট এবং শেষে চতুর্থী বিভক্তি ও স্বাহাযুক্ত প্রাণাদি-মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণ করে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন কর্তব্য। তৎপরে করদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠযুগল দ্বারা স্ব স্ব অনামাযুগল স্পর্শ করত নৈবেদ্য-দ্রব্যের মন্ত্র জপপূর্বক নিবেদ্য-মুদ্রা দেখাইবে। নিবেদ্যমুদ্রার মন্ত্র

মুদ্রা নাহি করে বিপ্র, না দিল আপনে।
তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইল যতনে।।১৪৬।।

মহাপ্রভু ও তদীয় জনগণের চরিত্র বিষয়মদান্ধ আধ্যক্ষিক বিচারপর জনগণের অক্ষজ-জ্ঞানগম্য বস্তু নহেন—

বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম না জানে।
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে।।১৪৭।।

বৈষ্ণবকে মূর্খ, দরিদ্র-জ্ঞানে অবজ্ঞাকারীর বিষ্ণুপূজা ভক্তজন-প্রিয় কৃষ্ণের অগ্রাহ্য—

দেখি' মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
তার পূজা-বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে।।১৪৮।।

তথাহি (ভাগবত ৪।৩১।২১)—

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।

যথা,—"ঠোঁ নমঃ পরয় অবাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি।" ভগবদ্ভক্তিপরায়ণেরা নিজ অভীষ্ট মন্ত্র নিবেদ্য পদার্থের মন্ত্ররূপে জপ করেন এবং গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া থাকেন। হরিমুখপদ্ম হইতে যে তেজঃ বিনিষ্ক্রান্ত হয়, তাঁহারা তদ্রূপ চিন্তা করেন না; ফলকথা, শিষ্টাচারানুসারে প্রফুল্লমনে শ্রীহরিকে ভোজন করাইয়া থাকেন। (হঃ ভঃ বিঃ ৮ম বিলাস দ্রষ্টব্য)।।১৪১।।

তথ্য। "স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ।।" (—পদ্মপুরাণ) ১৪৪-১৪৫)।।

শ্রীগৌরসুন্দরের শুক্লাম্বরের নিকট হইতে আতপ ও উষ্ণের বিচার-রহিত হইয়া সমগ্রনৈবেদ্য-দানবিধি অতিক্রমপূর্বক অনুরাগবশে যে গ্রহণ-লীলা, উহাই সকল পাঞ্চরাত্রিক বৈধভক্তির অর্চন-পথের একমাত্র পরম ফল। বৈদিক যাবতীয় বিধিনিষেধ, সকলই ভক্তির অনুকূলচেষ্টা মাত্র, সুতরাং প্রতিকূল-চেষ্টা হইতে সহস্র যোজন দূরে অনুরাগ-পথের ভক্ত অবস্থান করায় তাঁহারা কোন দিনই বিধিপথের উল্লঙ্ঘন করেন না; কিন্তু বিধি-ভক্তির সাধ্য ব্যাপারে নিরন্তর অবস্থান করিয়া অনুরাগ-পথে কৃষ্ণসেবারত থাকেন। যে-সকল মূঢ় ব্যক্তি আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বনপূর্বক অনুরাগ-পথের সেবা বুঝিতে অসমর্থ হয়, সেই আধ্যক্ষিকজনগণ কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্য লাভ করে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের গীতে 'অপি চেৎ সুদুরাচারো' শ্লোকের আবাহন। তাই বলিয়া পাপজীবন বা উচ্ছৃঙ্খলতাময় অপস্বার্থপরতা কখনই সহজ-ভক্তিসাধ্য ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না; কিন্তু বিষয়াসক্ত প্রাকৃত সহজিয়া ইহা বুঝিতে পারে না পারিয়া শুদ্ধভক্ত ও ভক্তির প্রতি বিদ্রোহ করিয়া নরক-পথের যাত্রী হন।।১৪৪।।

শ্রীবেদব্যাস স্মৃতি-পুরাণাদির মধ্যে যে-সকল বিধি ভক্তির কথা লিপিবদ্ধ করিয়া বিধি-নিষেধ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সুষ্ঠু ব্যাখ্যাই শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিরুপম দাসগণের চরিত্রে অভিব্যক্ত আছে। ১৪৫।।

শ্রীগৌরসুন্দর যে পরমোচ্চ রাগানুগ-বিচারধারা বিধিভক্তির চরম-ফলরূপে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, অর্চন-পথের সকল ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়াও অনুরাগপথের মহিমা ও মধুরিমা অবস্থিত। যাঁহারা আধ্যক্ষিকবিচারে আপনাদিগকে অত্যুন্নত মনে করিয়া বৈষ্ণবের প্রাকৃতত্ব-বিচারে আত্মবিনাশ করেন, সেইসকল বিষয়মদান্ধ জনগণ বহুপুত্র লাভ করিয়া, প্রচুর ধনবন্ত হইয়া, মর্যাদাসম্পন্ন বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া 'বৈষ্ণবই যে একমাত্র গুরু', তাহা বুঝিতে পারেন না। আচার্য-বংশে যে কৃত্রিম অর্চন ও দীক্ষাপ্রদান প্রভৃতি বংশোচিত ক্রিয়া প্রবর্তিত আছে, উহা মদান্ধতা মাত্র। তজ্জন্যই জাতিগোস্বামিবাদের বিচার-সমূহ বৈষ্ণব নির্দেশ করিতে অসমর্থ হয়। পণ্ডিতকুল প্রচুর পরিমাণে স্বাধ্যায়নিরত হইয়া স্বাধ্যায়ফললব্ধ বৈষ্ণবকে অনভিজ্ঞ মূর্খ মনে করেন, অভাবগ্রস্ত দরিদ্র মাত্র জানেন এবং উপহাসের পাত্র মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু তাদৃশ দাম্ভিকের পূজা এবং পূজোপকরণ কৃষ্ণ কখনই স্বীকার করেন না। দরিদ্র বৈষ্ণবের সর্বস্ব সমর্পণ—প্রাপঞ্চিক ইতর-বস্তু-সমূহে লোভহীনতার পরিচায়ক, সুতরাং ঐকান্তিক বৈষ্ণবতা না হওয়া পর্যন্ত কৃষ্ণের তুষ্টি হইতে পারে না। "যেষাং স এব ভগবান্" শ্লোক এবং "যস্যাহং অনুগৃহ্ণামি" শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। স্বপ্নকালীয় প্রতীতির ন্যায় বস্তু-লাভ-প্রতীতির অকিঞ্চিৎকরতা, প্রপঞ্চাবস্থিত জাগর-কালের বিচারের নশ্বর-বস্তু-লাভের অকিঞ্চিৎকরতা বৈষ্ণব সর্বক্ষণ বিচার করেন। সুতরাং প্রাকৃত সাহজিকের ন্যায় ভোগিকূল হইতে তিনি সর্বদা বহুদূরে অবস্থিত। কিন্তু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ-প্রমুখ ভক্তাধিরাজগণের সম্পত্তিদর্শনে

শ্রুতধনকুলকর্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু।।১৪৯।।

কৃষ্ণ—নিষ্কিঞ্চনের প্রাণ-সদৃশ; ইহাই সর্ববেদবাণী এবং গৌরসুন্দর এই বৈদিক-সত্যের আচার্য ও প্রচারক—

'অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ'—সর্ব বেদে গায়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহারে দেখায়।।১৫০।।

প্রভুর শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভক্ষণকথা-শ্রবণকারীর প্রেমভক্তিলাভ—

শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন যেই শুনে।
সেই প্রেম-ভক্তি পায় চৈতন্য-চরণে।।১৫১।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১৫২।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বরতণ্ডুল-ভোজনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।।

যে বিষয়-চেষ্টার প্রাপঞ্চিকতা আধ্যক্ষিকের নয়নপথে পতিত হয়, উহা তাহাদের বিড়ম্বনা-বৃদ্ধির জন্য। যেহেতু তাহারা বিষয়-মদান্ধ। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয় নাই, এরূপ প্রতীতি বিষ্ণুভক্তের একমাত্র লোভনীয় বস্তু। এই লোভের বশবর্তী হইয়া কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য লীলাদিতে যাঁহাদের উৎসাহ, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাক্তন শত শত জন্মে বাসুদেবের অর্চনপূর্বক নিজমঙ্গল-লাভ করিয়া ও নামাশ্রিত হইয়া অনুরাগ-পথে স্বীয় আদর্শ ভজন-প্রণালী প্রদর্শন করিবার সুযোগ লাভ করেন।।১৪৮।।

অন্বয়। (সতাং বশ্যোঽসৌ ভগবান্ অসতাং তু পূজামপি ন গৃহ্ণাতীত্যাহ,----) অধনাত্মধনপ্রিয়ঃ (অধনাশ্চ তে আত্মধনাশ্চ ভগবদ্ধনাঃ তে প্রিয়াঃ যস্য সঃ; যদ্বা, অধনা অকিঞ্চনা নিষ্কামা এবাত্মনো ধনানি প্রিয়াশ্চ যস্য সঃ) রসজ্ঞঃ (ধনপুত্রাদিষু মমতাং পরিত্যজ্য ময্যেব মমতামমী দধতে ইতি ভক্তানাং প্রেমরসং জানাতীতি) সঃ (পূর্বোক্তঃ ভগবান্) যে শ্রুতধনকুলকর্মাণাং (শ্রুতধনকুলৈর্যানি কর্মাণি যাগাদীনি তেষাং) মদৈঃ অকিঞ্চনেষু সৎসু (স্বভক্তেষু) পাপং বিদধতি (নিন্দাদিকং কুর্বন্তি তেষাং) কুমনীষিণাং (কুৎসিতবুদ্ধীনাম্) ইজ্যাং (পূজামপি) ন ভজতি (নাঙ্গীকরোতি)।।১৪৯।।

অনুবাদ। (শ্রীহরি যে-সাধুগণেরই বশ্য, অসদ্ব্যক্তিগণের পূজা পর্যন্তও গ্রহণ করেন না, তাহাই বলিতেছেন----) যে-সকল ধনহীন অর্থাৎ অকিঞ্চন ব্যক্তির ভগবানই একমাত্র ধন, শ্রীহরি তাদৃশ ভক্তগণের প্রেমরসজ্ঞ। (সুতরাং তাহাদিগকেই প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন)। অতএব যে-সকল ব্যক্তি পাণ্ডিত্য, ধন, আভিজাত্য ও কর্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণকে নিন্দাদি করেন, শ্রীহরি সেইসকল কুমনীষিগণের পূজা কখনও স্বীকার করেন না।।১৪৯।।

জগতে যাহার কোন বস্তুতে আসক্তি নাই, এরূপ অকিঞ্চনেরই কৃষ্ণ প্রাণ-সদৃশ। এই কথা সকল বেদশাস্ত্র ও বেদানুগ-শাস্ত্র গান করিয়াছেন। গৌরসুন্দর সেই বৈদিক নিগূঢ় সত্যের একমাত্র আচার্য ও প্রচারক। তাঁহার অনুগত দাসগণের দ্বারা আধ্যক্ষিকের অকিঞ্চিৎকরতা ও বেদার্থ-সংগ্রহ-কার্যে সুনিপুণতা প্রকাশ করেন। যাঁহারা শুক্লাম্বর-গৌরসুন্দরের লীলাকথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের চিন্ময় কর্ণবেধ-সংস্কার লাভ ঘটে এবং চৈতন্যদেবের চরণে প্রেমসেবা করিতে গিয়া ভক্তিমঠের ভিক্ষুরূপে 'গৌড়ীয়' নামে পরিচিত হন, পরন্তু আপনাকে 'গৌড়ীয়' বলিয়া পরিচয় দিয়া চৈতন্যচরণ-সেবা হইতে বহুদূরে অবস্থান পূর্বক গোবিন্দ-সেবা-বিমুখ হইয়া আত্মপাতের চেষ্টা করিতে যান না।।১৫০।।

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।